কৃষি মন্ত্রণালয়ে ২২-৫-১৯৯৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত
সীড প্রমোশন কমিটির ১ম সভার কার্য বিবরণী

২২-৫-৯৬ ইং তারিখে অতিরিক্ত সচিব (উপকরণ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় জনাব এম. সাইফুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-কৃষি/বীজ উইং/বীজ প্রশা-৫/২৭৮ তারিখ ঃ ১৩-০৫-৯৬ ইং মারফত গঠিত সীড প্রমোশন কমিটির প্রথম সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা সংযুক্তি-'ক' তে দেয়া হলো।

সভার প্রারম্ভে অতিরিক্ত সচিব (উপকরণ) ও সভাপতি, সীড প্রমোশন কমিটি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানান ও আলোচনার সূত্রপাত করার জন্য মহাপরিচালক (বীজ উইং) কে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক (বীজ উইং) উক্ত সীড প্রমোশন কমিটি গঠিত হওয়ার পটভূমি বর্ণনা করেন এবং জানান যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অবমুক্ত জাতসমূহের বীজ সুষ্ঠুভাবে বহুল পরিমাণে ও সত্বর কৃষক পর্যায়ে পৌছানো নিশ্চিত করা এ কমিটির একটি প্রধান লক্ষ্য। তিনি বলেন যে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভিন্ন বীজের চাহিদা প্রদান করবে এবং অত্র সীড প্রমোশন কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তা চূড়ান্ত করবে। এ পর্যায়ে মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি বলেন যে, ইতিপূর্বে গঠিত টাস্ক ফোর্স বিভিন্ন বীজের শ্রেণীগতভাবে কি পরিমাণ বীজ ২০০০ সাল পর্যন্ত সরবরাহ হবে তা নির্দিষ্ট করেছে এবং এর আলোকে বিএডিসি বীজ উৎপাদনকারী সরকারী সংস্থা হিসেবে এযাবৎকাল ভিত্তি ও প্রত্যায়িত মানের বীজ উৎপাদনের ও সরবরাহের কর্মসূচী সংশি- ষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষি সম্প্রসারণ ও বীজ অনুমোদন সংস্থার সাথে আলোচনা করে নির্ধারণ করেছে এবং বর্তমানে সীড প্রমোশন কমিটির মাধ্যমে উক্ত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের কর্মসূচী চূড়ান্ত করা যেতে পারে। এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় উক্ত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ আলোচ্য সূচী মোতাবেক অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান।

আলোচ্য সূচী-১ ঃ বিভিন্ন ফসলের জাতওয়ারী ব্রিডার, ভিত্তি ও উন্নতমানের বীজের উৎপাদন পরিকল্পনার জন্য সময় নির্ধারণ

আলোচনা ঃ

খরিফ-১ ও ২ এবং রবি মৌসুমে ফসলওয়ারী বীজ উৎপাদন কর্মসূচী বিএডিসি কর্তৃক প্রণয়ন ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদনের সময়সীমা নির্ধারণ করে একটি প্রস্তাব কার্যপত্রে উত্থাপন করা হয়। প্রস্তাব অনুযায়ী বিএডিসি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বীজ অনুমোদন সংস্থার সাথে আলোচনা করে টাস্ক ফোর্সের অনুমোদিত বছরওয়ারী পরিমাণের উপর নির্ভর করে প্রধান প্রধান ফসলের জাতওয়ারী ব্রিডার, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত/উন্নতমানের বীজের উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য নির্ঘণ্ট অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ে পেশ করবে। পরিমাণ নির্ধারণের সময় বেসরকারী বীজ উৎপাদকদের চাহিদাও বিবেচনা করা হবে। আলোচনাকালে উল্লেখ করা হয় যে, টাস্ক ফোর্সের অনুমোদিত বীজ উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জাতওয়ারী পরিমাণের চাহিদা জানাবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের চাহিদা দেয়ার সময়ও নির্ঘণ্টে নির্ধারিত করার প্রস্তাব দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) ফসলওয়ারী বীজ উৎপাদন কর্মসূচী নিম্নোক্ত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হবে ঃ

উৎপাদন মৌসুম	ফসল	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের চাহিদা প্রেরণ	বিএডিসি কর্তৃক কর্মসূচী প্রণয়ন	কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন
খরিফ-১ (এপ্রিল-জুন)	পাট, আউশ, ডাল-মুগ, মাসকলাই	ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ	জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ	ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ
খরিফ-২ (জুলাই-সেপ্টেম্বর)	আমন	এপ্রিলের প্রথম পক্ষ	মে মাসের প্রথম পক্ষ	মে মাসের দ্বিতীয় পক্ষ
রবি (অক্টোবর-মার্চ)	গম, ভূট্টা, বোরো, আলু, সরিষা, সূর্যমুখী, সয়াবিন, চীনাবাদাম, ছোলা, মসুরী	জুন মাসের প্রথম পক্ষ	জুলাই মাসের প্রথম পক্ষ	জুলাই মাসের দ্বিতীয় পক্ষ

(খ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর টাস্ক ফোর্সের নির্ধারিত পরিমাণের উপর ভিত্তি করে জাতওয়ারী চাহিদা বিএডিসি'র নিকট দাখিল করবে।

(গ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রতিটি বীজের ঘূর্ণায়মান (rolling) ২ বছরের জন্য চাহিদা বিএডিসি'র নিকট দাখিল করবে।

(ঘ) বেসরকারী বীজ উৎপাদকগণও অনুরূপভাবে উক্ত বীজসমূহের চাহিদা বিএডিসি'র কর্মসূচী প্রণয়নের ১ মাস পূর্বেই বিএডিসি'র নিকট দাখিল করবে।

আলোচ্য সূচী-২ ঃ খরিফ-২ মৌসুমের আমন ধানের বীজ উৎপাদন কর্মসূচী অনুমোদন

আলোচনা ঃ

১৯৯৬-৯৭ সালের উৎপাদন মৌসুমে ২১০ কেজি ব্রিডার, ১১৫.৯৮ টন ভিত্তি এবং ৪৮৮৮.৯৬ টন বিভিন্ন জাতের প্রত্যায়িত আমন বীজের সরবরাহ এবং চলতি ১৯৯৬-৯৭ সালের আমন মৌসুমে বিভিন্ন জাতের ৩৭০ কেজি ব্রিডার, ২১৯ টন ভিত্তি ও ৬৫০০ টন প্রত্যায়িত আমন বীজ উৎপাদনের কর্মসূচী বিএডিসি কর্তৃক ইতিমধ্যে প্রণীত হয়েছে এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপরোক্ত বিষয় আলোচিত হয়।

মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি উল্লেখ করেন যে, টাস্ক ফোর্সের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৭-৯৮ সালের আমন মৌসুমে ভিত্তি বীজ উৎপাদনের জন্য ১.৪ টন ব্রিডার আমন বীজের প্রয়োজন নেই। বিএডিসি নিজস্ব আয়োজনে স্টেজ-১ ও স্টেজ-২ পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় ভিত্তি বীজ প্রস্তাবিত ৩৭০ কেজি ব্রিডার বীজ ব্যবহার করে উৎপাদন করবে।

সিদ্ধান্ত ঃ

১৯৯৬-৯৭ মৌসুমে নিম্নে বর্ণিত আমন বীজ উৎপাদন কর্মসূচী অনুমোদন করা হয় ঃ

ক্রমিক নং	জাত	১৯৯৬-৯৭ সালে উৎপাদন (১৯৯৭-৯৮ সালে সরবরাহ)				
		ব্রিডার (কেজি)	ভিত্তি (টন)		মোট ভিত্তি (টন)	প্রত্যায়িত (টন)
			স্টেজ-১	স্টেজ-২		
১	বিআর-১০	৪০	৩	৫	৮	২০০
২	বিআর-১১	১০০	৭	৫০	৫৭	৩৪৪০
৩	বিআর-২৫	৩০	৩	৩	৬	৬০
৪	ব্রিধান-৩০	৭০	৭	৩০	৩৭	২৬০০
৫	ব্রিধান-৩১	৫০	৩	৫০	৫৩	৫০
৬	ব্রিধান-৩২	৫০	৩	৫০	৫৩	৫০
৭	নাইজারশাইল	-	-	১	১	৫০
৮	বিনাশাইল	৩০	৩	১	৪	৫০
	মোট ঃ	৩৭০	২৯	১৯০	২১৯	৬৫০০

আলোচ্য সূচী-৩ ঃ ভাল বীজ ও উন্নত জাতের ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচী তৈরী করা

আলোচনা ঃ

প্রদর্শনীর জন্য অনেক সময় গবেষণাগার থেকে ব্রিডার বীজ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বিএডিসি থেকে প্রদর্শনী আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মেতাবেক ভিত্তি ও প্রত্যায়িত উভয় মানের বীজই প্রদর্শনী স্থাপনে জন্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন মানের বীজ প্রদর্শনীতে ব্যবহৃত হওয়ায় কৃষকদের প্রদর্শনীর ফলাফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই কোন্ মানের বীজ প্রদর্শনীর জন্য ব্যবহৃত হবে তার সিদ্ধান্ত থাকা প্রয়োজন বলে আলোচ্য সূচীতে উল্লেখ করা হয়। আলোচনাকালে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, কৃষকের নিকট যে মানের বীজ প্রাপ্য হবে সেই মানের বীজ প্রদর্শনীতে ব্যবহার হওয়া বাঞ্ছণীয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

প্রদর্শনীর জন্য কেবলমাত্র প্রত্যায়িত মানের বীজই ব্যবহৃত হবে।

আলোচ্য সূচী-৪ ঃ ভাল বীজের প্রসারের জন্য বিভিন্ন সংস্থার দায়িত্ব এবং অনুমোদিত জাতের জনপ্রিয়তা যাচাই

আলোচনা ঃ

মহাপরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেন যে, বীজ উৎপাদন ফসল উৎপাদনের চেয়ে ভিন্নতর। ভাল বীজের উপকারিতা প্রদর্শনের জন্য টিভি প্রোগ্রামের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, কোন্ কোন্ জাত জনপ্রিয় করা প্রয়োজন তা নির্ধারণের পর সবরকম "মাসমিডিয়া" এর মাধ্যমে সেগুলোকে জনপ্রিয় করার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এ কর্মসূচী

সকল সংশি-ষ্ট সংস্থা কর্তৃক একযোগে "ক্যাম্পেন" আকারে নিতে হবে। এএসপিপি কোন কোন জাত জনপ্রিয় করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এএসপিপি'র মাধ্যমে ভাল বীজের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করে ৩টি ভিডিও প্রোগ্রাম করা হচ্ছে বলে জানান।

পরিচালক (গবেষণা), বিএআরআই এবং পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কৃষি তথ্য সার্ভিস বিভিন্ন জাতের প্রচুর বুলেটিন/লিফলেট সরবরাহ করছেন।

মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি বিভিন্ন জাতের প্রদর্শনী করার জন্য বিএডিসি'র বীজ ডিলারদেরকে ব্যবহার করার এবং সাম্প্রতিক অবমুক্ত জাতসমূহকে প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মতামত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) বিভিন্ন জাতের বীজের উপর প্রকাশিত বুলেটিন/লিফলেট ইত্যাদি প্রেরণের জন্য একটি মেইলিং লিস্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং হতে কৃষি তথ্য সার্ভিস, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, সিডিপি ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নিকট সরবরাহ করা হবে।

(খ) ভাল বীজের প্রসারের জন্য অনুমোদিত জাতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কাজে বেসরকারী খাতকে সর্বতোভাবে জড়িত করতে হবে।

(গ) প্রদর্শনীর জন্য প্রয়োজনীয় বীজের চাহিদা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগসহ অন্যান্য সংস্থা বিএডিসি'কে দেয়ার সময় প্রাপকের তালিকা, জাতওয়ারী পরিমাণ, সরবরাহের সময়, প্রদর্শনীর সংখ্যা ইত্যাদি উল্লেখ করে দিতে হবে।

(ঘ) বিএডিসি'র বীজ ডিলারদেরও প্রদর্শনী স্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হবে।

বিবিধ আলোচনা ঃ বেসরকারী খাতে ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ সরবরাহ

মহাপরিচালক, ক্ষীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ প্রাপ্তির জন্য বেসরকারী খাতের ও সরকারী খাতের সমান সুযোগ রয়েছে। বেসরকারী খাতে ব্রিডার বীজ প্রাপ্তির জন্য বিস্তারিত পদ্ধতি না থাকায় ব্রিডারদের সাথে একটি আলোচনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানান। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ সরবরাহের পূর্বে গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় লোকবল ও কারিগরি সুযোগ-সুবিধা রয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। ভিত্তি ও ব্রিডার বীজ সরবরাহকারীকে বীজ সরবরাহের সাথে সাথে এগুলো ব্যবহারের কারিগরি জ্ঞান দেয়াও প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, বেসরকারী খাতের বর্তমান সুযোগে ভিত্তি বীজ পর্যন্ত সরবরাহ নেয়া যেতে পারে। তিনি আরও জানান যে, বর্তমান এই এসোসিয়েশন তার সদস্যদের বীজের চাহিদা সংগ্রহ করে একীভূত তালিকা বিএডিসি'কে প্রদান করে। তবে ভবিষ্যতে তারা চাহিদা প্রদান করার সময় কিছু মূল্য অগ্রিম দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান।

বিবিধ আলোচনা-২ ঃ বিএডিসি'র সব্জী বীজ কর্মসূচীর সাফল্য ও এই কর্মসূচীর আলোকে পাট বীজ উৎপাদনে বেসরকারী খাতকে সাহায্য প্রদান

সীড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন ও সীডম্যান সোসাইটির প্রতিনিধি বিএডিসি'র সব্জী বীজ প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, এই প্রকল্পের চালু পদ্ধতির মাধ্যমে সব্জী বীজ উৎপাদন ও বিপণন বেসরকারী খাতে নেয়া সহজতর হয়েছে। তারা এই প্রকল্পের পদ্ধতি অনুসরণ করে পাট বীজ বেসরকারী খাতে উৎপাদন ও বিপণনের ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানান।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, বীজ শিল্পের উন্নয়নের জন্য সকল সরকারী-বেসরকারী খাতের সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বেসরকারী খাতকে বীজ উৎপাদনকারীদের এজেন্ট হিসেবে নয় বরঞ্চ বীজ উৎপাদনকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে হবে। সব্জী বীজ উৎপাদনে বেসরকারী খাত যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা পাটসহ অন্যান্য বীজের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য সূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(এম, সাইফুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (উপকরণ), কৃষি মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি, সীড প্রমোশন কমিটি

সংযুক্তি-"ক"

মাননীয় অতিরিক্ত সচিব (উপকরণ), কৃষি মন্ত্রণালয়-এর সভাপতিত্বে সীড প্রমোশন কমিটির ২২-৫-১৯৯৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ১ম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ

(স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও সংস্থা
১।	জনাব দিলীপ কুমার চক্রবর্তী	পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস
২।	জনাব মোহাম্মদ আবু ইছা	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৩।	জনাব মনির উদ্দিন খান	অতিরিক্ত পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
৪।	জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম	সভাপতি, এস,এস,বি
৫।	জনাব এফ, আর মালিক	সহ-সভাপতি, বিএসএমএ
৬।	ডঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম	পরিচালক (গবেষণা), বিএআরআই
৭।	ডঃ এ,বি,এম আব্দুল্লাহ	পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই
৮।	জনাব গিয়ার উদ্‌দীন মিল্‌কী	মহাপরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
৯।	জনাব জি এম মঈনুদ্দীন	মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি
১০।	জনাব মোস্তফা হুসেন	ব্যবস্থাপক, বিএডিসি